भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182Pc
पुस्तक संख्या
Book No. 82.1
रा० पु०/ N. L. 38.

R.B.A.

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

[গৌর মোহন বিদ্যালঙ্কার]

শ্রী শিক্ষাবিধায়ক।

১৪৪. Pc. ৪৪. 1.

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক।

অর্থাৎ

পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের

শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল

বাং সন ১২৩১।

AN APOLOGY

FOR

HINDOO FEMALE EDUCATION;

CONTAINING

EVIDENCE IN FAVOUR

OF THE

EDUCATION OF HINDOO FEMALES,

FROM THE EXAMPLES OF ILLUSTRIOUS WOMEN,
BOTH ANCIENT AND MODERN.

THIRD EDITION, ENLAR

NATIONAL LIBRARY
Imp 44184
12/10/09
CALCUTTA

স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

প্রথম ভাগ.

দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন।

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালেং কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এ দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম

করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডা ও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

পু। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা. যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যামানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি,

ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তোসাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ীথাকে, তখন তাহারা কেবল খেলা ধূলা ও নাট রঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায় ও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশাল আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া

দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা টেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।

প্র। তবে আমারদের শিক্ষা বুঝি হবে না দিদি।

উ। হবে না কেন। আমরা তো ভালমানুষের কন্যা পাঠশালায় গেলে ভাই বাপ গালি দিবে। সাহেব লোকের পাঠশালার কোন শিক্ষিতা কন্যা আনিয়া ঘরের মধ্যেই শিখিব।

প্র। আমরা তো বড় মানুষ নই যে তাহারদিগকে মাহিনা দিয়া শিখিব। তবে আমারদের এ কাটমায় এই পর্য্যন্ত বুঝি।

উ। যদি সাহেব লোকেরা দয়া করিয়া ধর্ম্মার্থে ভাল মানুষের বাড়ীতে এক২ জন শিক্ষিকা পাঠান তবে বুঝি হয়।

প্র। আহা গাছে কাঁঠাল গোঁপে তৈল দিলে কি হবে, আমারদের কথা তাঁহারদের সাক্ষাতেই বা কে কবে, আর তাঁহারদের বা সংযোগ কেন হইবে।

উ। ভাল তাঁহারা করিবেন না এ কথা সত্য বটে, কেননা আমরা তাঁহারদের সাক্ষাতে পরীক্ষা দিতেও পারিব না, ও যাইতে পারিব না।

প্র। আহা কেবল পাড়াপড়সির মেয়্যা ছেলে দেখে আঁকাবাঁকা করিলে কি হবে। এমন কি হবে যে আমারদের কপাল ফিরিবে।

উ। ওলো, ব্যস্ত হইয়াছিস্ কেন। ধীর পানী পাতর বিঁধে। হেদে দেখ আমারদের পাড়ার রসী, মতী, হীরা, ভগী, ইহারা তো পাঠশালায় যায়, ও শুনিতে পাই যে ভাল শিখিয়াছে। আমারদের তো সঙ্গতি নাই যে তাহারদের টাকা দিয়া আনি। তবে দুইটা মিষ্ট কথায় তাহারদের তুষিয়া এক২ জনকে এক২ দিন আনিলে ও আমরা আখরগুলা চিনিতে পারিব।

প্র। বড় কথা বলিয়াছিস্ দিদি। আমার প্রাণ এমন করে যে এখনি তাই করি।

উ। ভাল, আমরা লেখাপড়ার সাজ গোজ করি। হেদে দেখ ধনীর মাকে ডাকিয়া কাণে২ বলিয়া চারি২ পয়সা করিয়া পাত দোয়াত কলম কিনিতে দেই। শেষে তাহারা এক জন না এক জন চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া অবশ্য আসিবে।

প্র। ওলো যদি কেউ টের পায় তবে বড় লজ্জার কথা। বলিবে কি এ দুই বেহায়া ছুঁড়ী চুপেং কি করিতেছে। এবং শাশুড়ি ননদে ও গঞ্জনা দিবে। তবে তো লজ্জায় মুখ তোলা যাবে না।

উ। এ তো দুষ্কর্ম্ম নয়। কত লোক কত করে পায় পায়। ওগো আমরা যখন ঘরের কায করিয়া অবসর পাব তখন এক জায়গায় চুপ করিয়া দুই চারি আখর শিখিব। যে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলিতে পারে।

প্র। ঘরের পাইট ঝাইট কুটনা বাটনা রাঁধা বাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন শিখিব।

উ। ওলো যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না। অতএব উহারি মধ্যে মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার মত একটুং শিখিলেই রক্ষা নাই।

প্র। ভাল দিদি, আমরা পড়িয়া শুনিয়া টাকা করিব এমন আশা তো করি না, কেবল জ্ঞান হইলে আমারদের বাড়ীর মেয়্যা ছেলেরদিগকে ঘরে বসিয়া শিখাইব, তবে তাহারদের ও বিদ্যা হবে।

উ। ওলো গাছে নাই উঠিতেই এক কাঁধি। আগে আপনি শিখ, তবে পরকে শিখাইস। তুই ছুঁড়ি তো বড় আকাশ মাথ্যাল্যা।

প্র। ভাল বলিছিস্ দিদি। আমি বলি কি যে সবাই একত্র হইয়া ঘরের মধ্যে শিখিলে ক্রমেং সকলেই শিখিবে। তবে কেউ কাহাকে নিন্দা বান্দা করিতে পারিবে না। কেননা শতেক ষাঁড় এক আয়ো যারে সেবা দেয় সেই বলে আমার মত হইও।

উ। না বইন আগে এমন ফচকেম করিলে কিছুই হবেনা। চুপে চাপে আগে আখর গুলি চিনি, পরে যাহা করিব তাহাই সাজিবে। তুই যা এখন হীরাকে ডাকিয়া আন গিয়া।

প্র। ওহীরা, আমরা পাত তাড়ি সকল কিনিয়াছি, ও খড়ি ও কিনিয়াছি। তোরা যদি একং দিন একং জন চুপেং দণ্ডখানেক করিয়া আমারদিগকে আখর গুলা জানাইয়া দিস্ তবে বড় উপকার হয়। কেমন, যাইবি।

উ। ভাই আমি যাইতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু আমার বইনটার জ্বর হইয়াছে এই জন্যে আমি বড় ব্যস্ত। আজিকার দিন কোন মতেই যাইতে পারিনা, আমাকে ক্ষমা করিয়া আজি ভগীকে নিয়া যা ভাই।

প্র। ও ভগবতি হীরার ছোট দিদির আজি জ্বর

হইয়াছে, সে বলিল কি যে ভগবতীকে ডাকিয়া আজি আরম্ভ কর, কালি অবধি আমি না ডাকিতেই যাব, এখন তুইকি যাইবি।

উ। যে রৌদ্র এইমাত্র পাঠশালাহইতে আসিয়া ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া দুইটি খাইয়া বসিয়াছি, এক টুকি থাক, পরে যাইব।

পু। ওলো, তুই ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যাইস। কিছু শিখিয়াছিস্ বলিয়া কি ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না। আমরা ভাল মানুষের ঝিবৌ এই জন্যে পাঠশালায় যাইতে পারি না, ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বুঝিস্ না।

উ। চল ভাই, তুমি যে রাগ করিয়াছ তাহাতে না গেলে আর ও কত বলিবা। আমরা দুঃখি মেয়্যা আমারদের ঠেকার অহঙ্কার তোদের কাছে কি, ভাই।

পু। না ভাই, আমরা দুই বইন অনেক দিন যুক্তি করিয়া ধনীর মাএর ঠাঁই আট পয়সা দিয়া তাড়ি পাত সকল যোত্র করিয়াছি। এখন তোরা কেহ না কেহ আইলেই আখর গুলা শিখিতে পারি। কিন্তু আমারদিগের মাতা খাইস যদি কোন খানে আগে এ কথা প্রকাশ করিস্, তাহা হইলে ঘরে বাইরে গঞ্জনা।

উ। এত ঢাকং গুড়ং কেন। ইহাতে পাপও নাই। বাহিরে ও যাইব না কেবল আপন ঘরে বসিয়া ১০ মেয়্যা মিছা বকা বকি না করিয়া লিখা পড়াই করিব, ইহাতে কার মাতা মুড়ান ঘোল ঢালা যায়।

প্রু। ওগো দিদি, আমরা তো গৃহিণী নই যে যা করিব তাই সাজিবে, আমরা কোথার বৌঝি সকলেরই পায়ের কাদা।

উ। ভাল। এখন তো শিখি, পাছে যা হয় তাই হবে। কালে বৌ কালে গৃহিণী ইহা সকল ঠাঁই আছে।

প্রু। ভাল দিদি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সাহেব লোকের পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিক্ষিতে কি দোষ হয়।

উ। না তাহাতে কোন দোষ নাই। কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।

তাহার প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূন সংখ্যাতে ১৬জন কন্যা গণনা করিলেও ৮০০ কন্যার শিক্ষা হইতেছে, ইহাতে কাহার ও কিছু ক্ষতি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।

প্র। এই ৮০০ কন্যার মধ্যে কোন ভাল মানুষের মেয়্যা আছে কি না। এবং তাহারদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বে ইবা কি বলে।

উ। কিসে নাই কি পান্তাভাতে ঘি। এতো লেখা পড়া বই নয়, ইহাতে জ্ঞাতি কুটুম্বে কি বলিবে। বরং তাহারা আর ও আহ্লাদ করে। যে এই মেয়্যাটি ভাল লিখিয়াছে। কিন্তু ভাল মানুষের মেয়্যা সব পাঠ অদ্যাপি যায় না, কিন্তু লুকিয়া চুরিয়া শিখে।

প্র। ও লো বড় বৌ। তোরা ঘরের মধ্যে বসিয়া নিত্য২ চুপে২ কি করিস্।

উ। বল না লো। আমরা মেয়্যা ব্যবহারে ঘরের মধ্যে দুই চারিটা করিয়া আখর শিখি।

প্র। ভাল২। যে ঝকড়া কোন্দল না করিয়া একটা কাযে থাকিস্ তাহাতে বড় তুষ্ট হইলাম, হেদে দেখি মা কেমন লিখিয়াছ। তোমারদের শ্বশুরকে দেখাইব।

উ। আইং কি লজ্জা, এ কি মাতা কাটা পুরুষ মানুষে দেখিলে তো বড় অখ্যাতি।

প্রু। না মা এত মন্দ কর্ম্ম নয়। গুণ জ্ঞান শিখাতে ক্ষতি কি, ইহা দেখিলে তোমার শ্বশুর বড় হৃষ্ট হবেন। লিখ২ বাছা, ভাল করিয়া লিখ। ওলো ভগি, তুই নিত্য আসিয়া আমার এই দুইটি বৌকে যদি লিখাইতে পারিস্, তবে তোকে ভাল বরাহ নগরের এক খান ডুরিয়া কিনিয়া দিব। আর বাড়ীহইতে প্রত্যহ তোর খাইবার উপযুক্ত চালু দিব।

উ। ওলো ভাল। ঠাকুরাণী তো দেখিয়া তুষ্ট হইলেন, কি জানি ঠাকুরটী বা কি বলেন।

প্রু। যে কালে ঠাকুরাণী ক্রোধ করেন নাই, সে কালে ঠাকুর ও কিছু বলিবেন না, ও দুইটার এক মন ইহা আমি ভাল জানি।

প্রু. ওগো বড় বৌ। ভাল লেখা পড়া তো এক প্রকার শিখিলা, এখন কিছু শেলাইর কায শিখিলে আর ও গুণ বাড়ে। ছেলেপিলার কাপড় খান চোপড় খান ও টুপিটা আংরাখাটা শিঙ্গাইলে ও অনেক উপকার হয়। ভগী যদি পারে তবে আজি অবধি তাহাও আরম্ভ কর।

উ। ঠাকুরাণীকে বল। এ কি ছাগলের পায় জব মাড়া। ও তো শিঙ্গা বরদারের পকয়া বরদার বই নয়।

শুনিয়াছি যে শৈলম পাঠশালায় প্যারি নামে এক জন শেলাই ভাল শিখিয়াছে। কিন্তু সে বড় ঠেকারী। যদি তাহাকেই পাই, তবে আমরা শীঘ্র শেলাই শিখিতে পারি।

প্র। ওগো বাছা বলিলে তো হয় না। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ কত তাড়াইবে। তবে যে তাহার ঠেকার বল, সে যেমন কাকের বাসায় কোকিলের ছা জাতি স্বভাবে কাড়ে রা, তেমনি জানিবা।

উ। ও গো বড় দিদি, আমরা আগে ভাবিয়াছিলাম যে এ কর্ম্ম বুঝি আমারদের সিদ্ধি হবে না। গোঁসাইর আশীর্ব্বাদে লেখা পড়া তো হইল, এখন শেলাই শিখিতে পারিলে হয়।

প্র। শেলাই তো বড় ঠক্ ঠকে কায, উপরোধ বাদে চলে না। তবে আমারদের কি রূপে হবে। ঠাকুরাণীকে বলিয়া ঠাকুরকে জানাইলে বুঝি হইতে পারিবে।

উ। আহা মাচা বড় সাঁচা তার দ্বারে গোড় যাই। সংসারের তো প্রত্তল এই, তাহাতে আবার কর্ত্তাটির আঙ্গুলের ফাঁসা দিয়া জল গলে না। ইহাতে কেমন করিয়া হয়।

প্রু। যাহা হউক মেনে, ঠাকুরাণীকে এক বার কহিতেই হবে। অতএব তুমি কহিতে পারিবা কি না।

উ। কহিতে পারিব না কেন, তবে যাই যা থাকে ভাগ্যে।

প্রু। ও গো ঠাকুরাণি। কবার কথা নয় না কহিলেও নয়। তবে বলি হাঁগো। বোঝার উপর শাক আটিটার মত ঐ ছুঁড়িকে আনিয়া কিছু২ শেলাই শিখিতে সাদ করি। আগে তুমি কহিয়াছিলা যে তোরা শেলাই শিখ, এই জন্যে রাইও প্যারির সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি, যে তাহারা ও কিছু২ মাহিয়ানা দিবে। অতএব দশের নড়ি একের বোঝা। আর সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ। ইহাতে তুমি কি বল।

উ। ও বাছা বলিলে তো হয় না, সংসারের টানা টানি দেখিতে পাইতেছ। তবে রামধনের চাকরি হইয়াছে সে মাহিয়ানা পাইলেই টাকা দুই টাকা দিয়া আনিব।

প্রু। ওগো। তবে কি এখন আমরা শিখিব না। যদি এখন কামাই দেই, তবে যে কিছু শিখিয়াছি তাহা ও ভুলিব।

উ। কামাই দিবে কেন, আপনা আপনি ঘরে বসে দুই যায়ে ধীরেং শিখ।ও গো বাছা ধীরেং বুনে সকল তাঁতি জিনে।

প্র। কাযের গুরু কামাই। আমারদের তো চুল বান্ধিবার অবসর নাই, এতো দেখার মতনয়, এ বড় শক্ত কায, তবে কখন শিখিব।

উ। দুই বইনে পালা করিয়া কায কর্ম্ম করিলে অবসর পাইবা। এত কায কর্ম্মই বা কি। কর্ম্মের মধ্যে দুই খাই আর শুই।

প্র। ও বইন তুমি যে গেলে তাহাতে ঠাকুরাণী কি বলিলেন।

উ। তুমি ঠেলা ঠেলি করিয়া পাঠাইয়া দিলে আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে ঠাকুরাণী মুখে মৌ বর্ষেণ, হৃদয়ে পিপুল ঘষেণ।

প্র। ওলো, এত উপাসনাতেই বা কায কি, আপনারদের হাতে যে মেয়্যা ব্যবহারের দুই চারি কড়া আছে, তাই ভাঙ্গিয়া কেন শিখি না। তখন বড় ঠাকুরের কাছহইতে খরচ পত্র আইলে আমারদের আর পুঁজি ভাঙ্গা যাইবে না, এবং এ টাকাও পাওয়া যাবে। এ যুক্তি কেমন দিদি।

উ। সাধ করিয়াছেন কেউয়া পাবিলে খাবেন ডেউয়া। আহা অবোধ ছুঁড়ি যাহা খরচ করিবি তাহা না কি আর পাওয়া যায়।

প্র। রাখ মেনে বইন সে কথা। যে দশ টাকা নাড়ি চাড়ি সে তো এই সংসার হইতেই পাইয়াছি। খরচ করিলেও এইখানেই পাইব। তবে এত কষা হলে কি কায চলে।

উ। তোমার যাহা ইচ্ছা আমি ও তাহাই করিব। অতএব প্যারিকে ডাকিয়া একটা নিধার্য্য করিয়া সুই সূতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।

প্র। ও ধনীর মা, তাই বলিতেও লজ্জা করে, কিন্তু তুই আমারদের হাত কাটারি, মানুষ থাকিলে অবরে সবরে বলিতেই হয়। এক বার শৈলম পাঠশাল হইতে প্যারিকে ডাকিয়া দিতে পারিস্।

উ। যাই ভাই, তোমাদের মন রাখিতেই হয়। কেননা দায় অদায়ে তোদের কাছে হাত পাতিলেই মুখ মুড়িস্ না, এই গুণে বুঝিতে হয়।

প্র। ও প্যারি, ও বাড়ির দুই বৌ তোর ঠাঁই শেলাই শিখিতে চায়। সেই জন্যে আমাকে তোর কাছে পাঠাইল; তুই তো ঐ কর্ম্ম করিস্, অতএব

সেখানে গেলেও কিছুং পাবি, মিছা ঘরে বসে মাটী ভাবালে কি হবে।

উ। হেদে শুন ধনীর মা, কথার কথা লোকে বলে। যে হেদে শুন সই মনের কথা কই। তুই কিছু তাহারদের বলিতে যাবি না। এই যে ভগী ছুঁড়ি এক বৎসর নিরাধারা সেই দুই বৌকে লেখা পড়া শিখাইয়াছে, কখন না কি তাহাকে উপড় হাত করেন নাই। ওগো আমরা তো গরিব দুঃখির মেয়্যা। কথার কথা আছে কি এঁটো খাই মিঠার লোভে, ও পেটে খাইলে পিটে সহে। যদি কিছু না পাব, তবে আমার ছেলেপিলা গুলি কি খাইবা বাঁচিবে। আমি ঘরে বসিয়া দুই খান চাদর শেলাই করিলেও চারি আনা পাইতেপারি।

প্র। ওলো তুই বুঝিস্ না। বড় হাঁড়ির আমানি ভাল। এখন উহারদের রামধনের বড় চাকরি হইয়াছে, অতএব এখন গেলে তোর পক্ষে শেষে ভাল। আমি তো এই বুঝি, তুই কি বলিস্।

উ। হউক মেনে ভাই। যে ছেলে ভাঁটা মারে তার নাটা হেন চক্ষু। আর মানুষ বড় মান তারছেঁড়া দুইটা কান। তুই বলিতেছিস্ তেঁই যাই নইলে মেনে যাইতাম না.

আসি হইয়া আসিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত আমার ঘরের বাসী পাইট পড়িয়া আছে, তবে যাই ভাই।

উ। যা ভাই এখন আমরা প্যারির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহি।

পু। ও প্যারি। তুই তো শেলাই কর্ম্ম সুন্দর শিখিয়াছিস, তাহা শুনিয়া আমরাও শিখিতে ইচ্ছা করি। যদি তুই প্রতিদিন আসিয়া আমারদিগকে শিখাইস, তবে আমারদের উপকার তোর ও কিছু লাভ হয়।

উ। আমার কায ঐ। আমার পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চা আছে, তাহারদের খাওয়া পরা ও আপন পেট টা চলিলেই তোমারদের শিখাইতে পারি। আমরা তো গরিব লোক, সদা সর্ব্বদা পেটের ধান্ধায় ফিরি।

পু। আমরা কি তাহা বুঝি না, অতএব তোর যাহাতে পোষায় তাহাই করিব। মিছা ধান্ধা না করিয়া ভুলিয়া বার বৈসে তের হইলে ক্ষতি কি।

উ। আহা ঠাকুরাণী। কিন্তু পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিরিতে কিবা কাজ। আমাকে মাসে কি দিবেন তাহা নিশ্চয় করিয়া কহ।

পু। ও প্যারি। এমন নাক পচাশী কথা কহিলে

আমরা তো পারি না। যাহা রয় সয় তাহাই বল। আমরা মাসে ৪ চারি টাকা করিয়া দিতে পারি, ইহার বাড়া আর পারি না। যদি ইহাতে হয় তবে কালি অবধি আইস ভাই।

উ। আমি সকল কথা তোমারদের সাক্ষাতে কহিলাম। যদি আর একটি টাকা দেও তবে আমার কোন দুঃখ থাকে না, নিশ্চিন্ত্য হইয়া শিখাইতে পারি।

পু। ও লো। তোর আপন কথাই পাঁচ কাহন। আর গাঁএ মানে না আপনি মণ্ডল। এমন ঘোঁড়ার কামড় করিলে কি কায চলে। ভাল, এক টাকা কি রহিয়া আসিবে। আগে তুলা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই। অতএব ক্রমে সকলই হইতে পারে।

উ। তবে এই কথা নিশ্চয় হইল, কালি অবধি আসিয়া শিখাইতে আরম্ভ কর।

পু। আজি তোমরা সেলাইর সূচ ইত্যাদির আয়োজন কর, কালি আসিব, কিন্তু কোন সময় তোমারদের অবকাশ তাহা বল।

উ। আমরা প্রাতঃকালে ঘর কন্নার কায ও রাঁধা বাড়া করিয়া সকালে২ অবসর হইব, তবে দেড় প্রহ-

রের সময় আসিবা ইহাতে যেন অন্য মত না হয়।

পু। আমরা যেং শেলাই করিলাম তাহা ঠাকুরাণীকে দেখাইব, দেখি তিনি কি বলেন।

উ। ও লো অবোধ ছুঁড়ি। ইহা জানিস্ না যে পিঁড়ায় জিনিলে পেঁড়োয় জিনা যায়। আগে আমারদের শেলাই প্যারিকে দেখাই, পাছে ঠাকুরাণীকে দেখাইস্॥

স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক।

দ্বিতীয় ভাগ.

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুরাষ্ট্র মগধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি নানা দেশীয় স্ত্রীসকল যাঁহারা আপন২ দেশের বিদ্যা শিখিতে অনাদর করেণ তাঁহারদের প্রতি বিবি লোকের সবিনয় নিবেদন এই, যে তাঁহারা আপন খরচে কিম্বা ঐ বিবি লোকের সহায়তাতে বিদ্যা শিখিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করেণ॥

আগে যে সকল দেশ কহিয়াছি তাহার মধ্যে গৌড় দেশের স্ত্রী গণ আপন দেশের বিদ্যা রহিত হইয়া অতি দুঃখে কাল ক্ষেপণ করেণ। ইহাতে স্ত্রীগণের অপরাধ নাই, কেননা তাঁহারা শিশু কালে যখন বাপ মায়ের বাটীতে থাকেন তখন তাঁহাদের পিতা মাতা পুত্রাদিকে বিদ্যা শিখিবার জন্যে পাঠ-শালায় পাঠান, কিন্তু লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনরব প্রযুক্ত স্ত্রী লোকের পাঠবিষয়ে দোষ জ্ঞান

Smp 4418 dt- 12/10/07

করিয়া কেবল গৃহ মার্জ্জনাদি কর্ম্ম শিক্ষা করাণ। স্ত্রীলোকের পাঠবিষয়ে দোষের লেশ ও নাই। ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্ত্রীসকলকে কেবল প্রায় পশুর মত করিয়া যাবজ্জীবন দুঃখ ভাগী করেণ॥

যদ্যপি স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিখিতে শাস্ত্রে এবং ব্যবহারে কোন দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনুসূয়া, বাস্থট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী, রুক্মিনী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী, খনা প্রভৃতি পূর্ব্বকার স্ত্রী সকল নানা শাস্ত্র পড়িয়া সেই২ শাস্ত্রের পারদর্শি রূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং এখনকার রাণী ভবাণী, হটীবিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী, ইহারা ও লেখা পড়া এবং নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যা শিক্ষাতে তাহাদের কোন রূপে মান হানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই, বরং সুখ্যাতি বাড়িয়াছে॥

বিদ্যা না থাকিলে মনের মধ্যে কেবল মন্দ চেষ্টা দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং অনাথা কিম্বা বিধবাদি হইলে মনের কাতরতাতে নানা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি

[illegible] বিদ্যায় চর্চা থাকিলে পাপ কর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও [illegible]ন্মতি হয়, এবং মনস্বরূপ মাতলা হস্তিকে জ্ঞান রূপ অঙ্কুশ দিয়া নিবারণ করিয়া আপন পদে ও [illegible]তিতে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের কাল যাপন হইতে পারে ॥

যদি বল স্ত্রী লোকের বুদ্ধি অল্প একারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতা ও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত। যে হেতুক নীতি শাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয় গুণ কহিয়াছেন। এবং এ দেশের স্ত্রী লোকেদের পড়া শুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেণ নাই। এবং শাস্ত্র বিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেণ তবে তাঁহার দিগকে নির্ব্বোধ কহা উচিত হয়। এ দেশের লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রী লোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরব মাত্র সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করাণ। স্ত্রী সকল গৃহকর্ম্মের

কিছু অপকাশ পাইয়া বিনা উপদেশে কেবল আপন বুদ্ধিতে শ্রী নির্ম্মাণ আলিপনা সিন্দুর চুবড়ী গাঁথা কৌঁটা কাটা বুটা তোলা ও নানা প্রকার মিঠাই পাক করা খএয়ের পাছ কৌটা ইত্যাদি দ্রব্যের আকার গড়ন ও চুল বান্ধা। যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেণনা এই সকল অনায়াসে করেণ। তবে কি তাঁহারা বালক কাল অবধি বিদ্যা শিখিতে অশক্ত হন এমত নহে।।

যদি স্ত্রীলোকের শাস্ত্রীয়জ্ঞান থাকিত তবে তাঁহারা স্বামির ও শ্বশুরের সেবা কি রূপে করিতে হয় ও স্বামির সেবাতে ও স্বামির বাক্য পালন করাতে কি ফল, তাহা জানিয়া শাস্ত্রের মত স্বামির সেবা করিতেন এবং স্বামির আজ্ঞানুসারিণী হইতেন। এখনকার স্ত্রী লোক প্রায় অজ্ঞান এই নিমিত্ত তাহাদের নানা দোষ ঘটিতেছে। তাঁহাদের লেখা পড়া জ্ঞান যদি থাকিত তবে আপন২ ঘরের কর্ম্ম ও পতির সেবার অবকাশে পুস্তকাদি পড়িয়া সুস্থির মনে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত।।

এই বিষয়ের দৃঢ় প্রমাণের জন্যে ক্রমে২ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট

প্রমাণ আছে যে অতিশয় কঠিন এবং প্রায় অনেকের বুদ্ধির অগোচর যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং মৈত্রেয়ী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন। সেই মহাসাধ্বী মৈত্রেয়ীর সুখ্যাতি চির-জীবিনী অদ্যাপি আছে এবং লৌকিক শাস্ত্রীয় বিষয়ে কিছু দোষ লেশ থাকিলে অতি জ্ঞানি যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রীকে জ্ঞান দান করিতেন না।।

কণ্বমুনির কন্যা শকুন্তলা নামে এক স্ত্রী তিনি নানা শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, এবং দুষ্মন্ত রাজা যে নামাক্ষরের সহিত অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন তাহা আপনি পড়িয়া তাহার অর্থ আপন সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে বুঝাইয়াছিলেন ইহা কালিদাসকৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাম নাটকে প্রমাণ আছে।।

আর ব্রহ্মার পুত্র অত্রিমুনি তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া তিনি নানা শাস্ত্র পাঠকরিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে নানা শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন।।

দ্রুপদরাজার কন্যা পাণ্ডবেরদের স্ত্রী দ্রৌপদীর পাণ্ডিত্য ও নীতিজ্ঞতা ও বিবেচনা কি পর্য্যন্ত তাহা লিখিয়া কি জানাইব, তথাপি শাস্ত্রানুসারে কিছু লিখিতেছি।

এক দিন পঞ্চ পাণ্ডব যুদ্ধে শ্রমযুক্ত হইয়া কানাতের মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, এবং অন্য এক তাম্বুতে তাঁহারদের পাঁচ পুত্র নিদ্রিত ছিলেন; ইহার মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রি কালে গোপনে সেই খানে আসিয়া পঞ্চ পাণ্ডবজ্ঞানে ঐ পঞ্চ পুত্রের মস্তক কাটিলে, পর প্রাতঃকালে অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া পুত্র শোকে কাতর হইলেন। ও অশ্বত্থামাকে সেই দিনের মধ্যেই মারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে বান্ধিয়া আনিলেন, ও মারিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী পুত্রশোকে কাতরা হইয়া ও আপন বিদ্যার বলেতে কহিলেন, যে অশ্বত্থামা গুরুপুত্র তাঁহাকে বধ করা অনুপযুক্ত এবং আমার মত তাঁহার মাতা কাতরা হইবেন। দ্রৌপদীর এই উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন ॥ যথা।

ব্রহ্মবন্ধুর্নহাতব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
মুণ্ডনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনন্তথা।
এষোহি ব্রহ্মবন্ধুনাং বধোনান্যোস্তি দৈহিকঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি আততায়ী হইলে ও বধের যোগ্য নহে, মাতা মুড়ান ধন লওয়া স্থানহইতে দূরকরণ এই ব্রাহ্মণের বধ; তাঁহাদের শরীরের দণ্ড নাই।

এই নানা প্রকার নীতি শিক্ষা করাইয়া দয়া প্রকাশ করিয়া অশ্বত্থামার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি দ্রৌপদীর বিদ্যা না থাকিত, তবে এমন নীতিজ্ঞতা তাঁহার হইতে পারিত না॥

বিদ্যাস্বরূপা ভগবতী ও বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, কুমারসম্ভব নামক গ্রন্থে তাহা বর্ণন আছে॥ যথা।

তাং হংসমালাঃ সরদীব গঙ্গাং
মহৌষধীর্নক্তমিবাত্মভাষঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্ম বিদ্যাঃ॥

অর্থাৎ প্রাক্তন জন্ম বিদ্যার ন্যায় বিদ্যা উপদেশ কালে ভগবতীকে পাইয়াছিলেন, যেমন হংস শ্রেণী শরৎ কালে গঙ্গাকে পায়, সেই প্রকার॥

রুক্মিণী হরণ প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রী বেদ ব্যাস কহিয়াছিলেন, যে রুক্মিণী এক পত্র লিখিয়া সুদামা নামে এক ব্রাহ্মণের হস্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সেই পত্র পাইয়া ঐ সুদামা ব্রাহ্মণকে যথোচিত শিষ্টালাপ ও ধনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা সমাচার পাঠাইলেন,

যে তোমার মনের ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিব; তাহাতে রুক্মিণী স্থির হইয়া থাকিলেন। অতএব রুক্মিণী যদি বিদ্যা না জানিতেন, তবে আপন মনের বাঞ্ছিত পত্র আপন প্রিয়তমের নিকট পাঠাইতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারিত না॥

উষাহরণ প্রকরণে লিখিত আছে যে চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা অতি উত্তম রূপে ছিল, বিশেষ তাঁহার সমান চিত্রকারিণী প্রায় কেহ ছিল না।

উদয়নাচার্য্য যখন কাশীতে তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় শঙ্করাচার্য্য বিচার করিতে উদয়নাচার্য্যের নিকট আইলে তিনি কহিলেন, যে আমার মরণ সময় উপস্থিত, এখন বিচার করিবার সময় নহে; অতএব আমার জামাতা মণ্ডন মিশ্র আছেন, তাঁহার সঙ্গে বিচার করহ। শঙ্করাচার্য্য এই কথা শুনিয়া ঐ মণ্ডন মিশ্রের নিকট গিয়া অতিশয় বিচার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যস্থা ঐ উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী ছিলেন। আর লীলাবতী রচিত অনেক গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে, তাহা পণ্ডিতেরা ব্যবসায় করিয়া থাকেন॥

সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থকারক ভাস্করাচার্য্যের

কন্যা আর এক লীলাবতী ছিলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নীচের লিখিত অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। লীলাবতী আপন বিদ্যার বলেতে সকল জিজ্ঞাসার সুন্দর উত্তর করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার নামে পাটী ও বীজ লীলাবতী এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে॥ যথা॥

অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতিব্রুহি সহিতান্
দ্বি পঞ্চ দ্বাত্রিংশত্ত্রিনবতি শতাষ্টাদশ দশ।
শতোপেতানেতানযুত বিযুতাংশ্চাপি বদ মে
যদি ব্যক্তে যুক্তিব্যবকলিত মার্গোসি কুশলা॥

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমতি লীলাবতি দুই পাঁচ বত্রিশ তিরানব্বই এক শত আঠার দশ এই অঙ্কে এক শত যোগ করিয়া দশ হাজার হীন করিলে কত অঙ্ক থাকে, তাহা আমাকে কহ, যদি তুমি তেরিজ জমাখরচের পথ ভাল জান॥

এবং বাহ্বট কন্যার পাণ্ডিত্য কি পর্য্যন্ত তাহা বর্ণন করা সাধ্য নহে। ঐ কন্যা যবনাক্রান্তা হইলে বাহ্বটকে কহিয়াছিল, যে হে পিতঃ তুমি কান্দিও না, যে হেতুক কর্ম্মের গতি এই প্রকার, যেমন দুষধাতুর গুণ হইলে দোষ হয়, তেমন আমার বিদ্যা গুণ হইয়াও দোষ হইয়াছে॥ যথা।

তাত বাল্লট মারোদীঃ কর্ম্মণোগতিরীদৃশী।
দূষধাতোরিবাস্মাকং দোষ সম্পাত্তয়ে গুণঃ॥

আর রাজাধিরাজ কর্ণাটের রাণী নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবতী ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কিছু বিবরণ লিখি। এক দিন মহামহোপাধ্যায় কালিদাস কর্ণাট রাজার সভায় আসিয়া কবিতা দ্বারা রাজার ও রাজসভার নানা প্রকার বর্ণন করিয়া রাজাকে ও সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, পরে কর্ণাট রাজার মহিষী এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মা ও ব্যাসদেব ও বাল্মীকি মুনি এঁহারাই কবি, এবং ত্রিলোকের মান্য, ও তাহারদিগকে নমস্কার করি। তাহা বিনা এখনকার কেহ যদি গদ্য পদ্য দ্বারা মনের চমৎকার জন্মাইতে পারেন, তবে তাঁহাদের বাম চরণ আমি মস্তকে ধারণ করি। এই রূপ মহামহোপাধ্যায় কালীদাসের সহিত কর্ণাট রাজার মহিষীর বাদানুবাদ অনেকে প্রায় জ্ঞাত আছেন। যথা॥

একোভূন্নলিনাৎ পরস্তপুলিনাদ্বল্মীকিতশ্চন্দ্রাপরে
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্য পদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া॥

এই রূপ লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রীর বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে। এক দিবস অতিশয় মেঘাড়ম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে; এমন সময়ে লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী আপন শ্বশুরের ভোজনের জন্যে স্থান মার্জ্জন করিতেং অতি সাধ্বী স্বামিবিরহে কাতরা হইয়া মৃত্তিকাতে এই কবিতা লিখিলেন॥ যথা।

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

অর্থাৎ নিরন্তর বৃষ্টি পড়িতেছে, এবং ময়ূর সকল হর্ষে নৃত্য করিতেছে; অদ্য আমার দুঃখ দূর কর্ত্তা স্বামী কিম্বা যম হইবেন। পরে সেই স্থানে বল্লাল সেন আসিয়া ঐ শ্লোক পড়িয়া পুত্রবধূ বড় কাতর হইয়াছেন হইহা জানিয়া, সেই দিনেই আপন পুত্রকে বাটী আনাইলেন॥

এবং অতি সুখ্যাতি যুক্তা খনা নামে মিহিরাচার্য্যের স্ত্রী জোতিষ্ শাস্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, তাঁহার বচনপ্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি ভাষায় অনেক জোতির্গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন॥ যথা।

অনন্ত বৈষ্ণব বেধ বৃক্ষ শূন্য গণি। বাণ একুশে ঋতু নব সাত উনিশে জানি॥ বসু শক্র ফণি মৈত্র দিক্‌পাল মেলা। শিবা চাঁদে দিবাকরে পুষার সঙ্গে খেলা। রুদ্র ছাব্বিশ ভুবন পচিশ স্বাতি সর্ত্তভিষা। ধনিষ্ঠা বিশাখার বেধে সপ্ত সলাক ভাষে ইত্যাদি॥

তাম্রধ্বজ পুরীতে বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব এক দিবস সৈন্য সামন্ত সহিত মৃগ মারিতে কোন মহাবনে গিয়া সৈন্য সামন্ত রাখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া অতি শীঘ্র মৃগের পাছে২ গিয়া আপন সেনা গণের অদৃশ্য হইলেন। অতি নির্জ্জন বনে মৃগের অন্বেষণে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে২ দেখিলেন, যে বনে চন্দ্রকলার মত চন্দ্রকলা নামে পরমসুন্দরী ষোড়শ বর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাই-তেছে। মাধব ঐ কন্যাকে দেখিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া তাহার সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ বলাৎ-কার করিতে উদ্যত হইলে কন্যা কহিল, যে হে রাজপুত্র, রাজার শাসনে সকল লোক পাপ ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু শাসন কর্ত্তার এমন দুর্নীতি যদি হয়, তবে সকলেই পাপে প্রবৃত্ত হইবে। আর যদি নির্জ্জন ঠাঁই দেখিয়া আপনি এমত অসৎ কর্ম্ম

করেণ সে আপনার উচিত নহে; যে হেতুক পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী তাঁহার অগোচর কিছুই নাই, অতএব পাপ কর্ম্মে নিবৃত্ত হও। শুন, রাজকুমার; আমি বীরবাহু নামে ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, জল লইতে আসিয়াছি, তাহাতে আপনি আপন কুলের উচিত কথা ছাড়িয়া মন্দ কথা কহিতেছেন, আপনকার বংশের রাজগণ পরস্ত্রী বিষয়ে নপুংসকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আমি একাকিনী দুর্ব্বলা স্ত্রী, আপনি বীর পুরুষ আমাকে বলাৎকার করিলে কি যশ বাড়িবে? পরস্ত্রী সংসর্গে এক ক্ষণমাত্র সুখ, কিন্তু অখ্যাতি ও পাপ কল্পপর্য্যন্ত স্থায়ী। এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া পুণ্য করা অতি উচিত, যে হেতু লোভে কাম, কামে পাপ, পাপে মৃত্যু, মৃত্যু হইলে নরক হয়; এবং মাংস মূত্র বিষ্ঠা অস্থিতে পূর্ণ অতি হেয় শরীর দেখিয়া কামাশক্ত হওয়া উচিত নহে। দেখ যেমন মৎস্য সকল মাংসেতে আচ্ছাদিত বড়িশী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত খাইয়া বিপদে পড়ে, তেমনি তুমি জ্ঞানী হইয়া নারী স্বরূপ মাংসাচ্ছাদিত পাপ বড়িশী খাইও না। আর সম্পদের মূল বিবেক, এবং আপদের মূল অবিবেক ইহা নিশ্চয় জানিও। শুন, প্লক্ষ দ্বীপে দীবন্তী নগরে

গুণাকর রাজার স্ত্রী সুশীলা নামে এক স্ত্রী আছেন, তাঁহার কন্যা সুলোচনার রূপ গুণ শীল বিদ্যা এক মুখে বর্ণন করা অসাধ্য। পূর্ব্বে আমি তাঁহার দাসী ছিলাম, সংপ্রুতি এ দেশে আসিয়াছি। সুলোচনার মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নাই; অতএব তাঁহাকে তুমি বিবাহ কর। যেমন সিংহ আপনার ক্রোড় গত শৃগালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে, সেই রূপ তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া সুলোচনাকে বিবাহ কর। যদি তাঁহাকে বিবাহ কর, তবে রাজপুত্র ও রাজকন্যা এই দুয়ের মিলনে পরম সুখ হইবে।

মাধব চন্দ্রকলাহইতে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুলোচনার সঙ্গে বিবাহের জন্য দীব্যন্তী নগরীতে সমুদ্রপার হইয়াগিয়াসেখানকার সুগন্ধা নামে মালা-কার স্ত্রী দ্বারা নিজ স্বর্ণাঙ্গুরীয় সহিত সুলোচনাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সে পত্রের অর্থ এই, যে হেসুন্দরি, তোমার দাসী চন্দ্রকলার মুখে তোমার গুণ সকল ও সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য ও সৌজন্য ও পাণ্ডিত্য শুনিয়া সমুদ্র পার হইয়া তোমার পুরীতে আসিয়াছি, অতএব এখন আমাকে স্বামিত্বে তুমি বরণ কর। যে হেতুক এ সংসারে আমি তোমার

শণরাপন্ন। এবং পদ্মিনীর গুণ ভৃঙ্গই জানে, কিন্তু ভেক জানে না; এবং আকাশে শুক্র নামে এক তারার ও মেঘাদির উদয় হইয়াথাকে, কিন্তু কুমুদিনী চন্দ্র বিনা অন্যকে ভজে না। মালাকারের স্ত্রী সেই পত্র সুলোচনার নিকটে শীঘ্র দিল। পরে অত্যন্ত পণ্ডিতা রাজ কন্যা ঐ অঙ্গুরীয়ের সহিত পত্র দেখিয়া ও তাহার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া, তাহার এই রূপ যথাযোগ্য উত্তর লিখিলেন। যে হে রাজপুত্র, আপনকার পত্র আমি পাঠ করিয়া আপনকার মনোগত সকল বৃত্তান্ত জানিলাম, কিন্তু আমার উচিত বাক্য শুন। অদ্য আমার অধিবাস, কল্য বিবাহ নিশ্চয় হইবে, অতএব পিতার সম্মতকার্য্য পৃথিবীতে কে লঙ্ঘন করিতে পারে? আর দুঃসাধ্য কার্য্যে পণ্ডিতের শ্রম করা উচিত নহে, কারণ যদি সিদ্ধি হয় তবে শ্রম সফল হয়, অসিদ্ধি হইলে কেবল শ্রমই থাকে। তথাপি আমার পাওনের উপায় আপনাকে কহি, যে হেতুক আপনি আমার নিমিত্তে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন। যখন আমি নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিদ্যাধর নামে বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার আগে যাইব; হে বীর, তখন

বাম হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিব, সেই সময় আমাকে ঐ হস্ত ধরিয়া যে লইতে পারে, সেই আমার স্বামী হইবে, ইহা আমি সত্য করিয়া এই পত্রে লিখিলাম। তাহা নহিলে সুদৃঢ় কার্য্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না। সুলোচনা এই উত্তর আপন হস্তে লিখিয়া ঐ মালাকার স্ত্রীর হস্তে পুনর্ব্বার মাধবের নিকট পাঠাইলেন। ইহা পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে মাধব সুলোচনার উপাখ্যানে লিখিত আছে॥ যথা।

ততঃ সা রাজতনয়া লিখনং সাঙ্গুরীয়কং।
বিলোক্য সকলামূলাৎপপাঠাত্যন্তপণ্ডিতা॥
সাপি তৎ পত্রপৃষ্ঠে তু স্বহস্তাৎ্য নূত্তরং ততঃ।
অলিখদ্বিস্মিতা কন্যা যথা তৎ সর্ব্বমুচ্যতে॥
রাজ পুত্র মহাবাহো ত্বদ্বাক্য মখিলং শ্রুতং।
শৃণু সত্তম বাক্যং মে যথোচিত মিদং পুনঃ॥
অদ্যাধিবাসনং কর্ম শ্বো বিবাহো মম ধ্রুবঃ।
পিতুর্যৎ সম্মতং কার্য্যং পৃথিব্যাং কৈর্ব্বিলঙ্ঘ্যতে॥
কার্য্যে তু দুঃখ সাধ্যে তু কার্য্যো নাতিশুভো বুধৈঃ।
কার্য্যে সিদ্ধে শুভান্তঃ স্যাদসিদ্ধে শুভ এবহি॥
তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি যেন প্রাপ্নোতি মাং ভবান্।
যতো মদর্থং ভবতা সমুদ্রোঽপি বিলঙ্ঘিতঃ॥
যদা প্রদক্ষিণীকৃত্য বরং বিদ্যাধরাহ্বয়ং।
তৎ পুরোগা ভবিষ্যামি নানাভরণ ভূষিতা॥

তদা বাম ভুজং বীর কৃষ্বোর্দ্ধং স্থাপ্যতে ময়া।
যেন মাং শক্যতে নেতুং স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥
সত্যং সত্যমিদং সত্যং পত্রেস্মিল্লিখিতং ময়া।
অন্যথা সুদৃঢ়ং কার্য্যং লঙ্ঘিতুং নহি শক্যতে ॥
এত দ্বিলিখ্য সা কন্যা তস্যা এব করে দদৌ।

বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা তিনি ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিদ্যাবতী ছিলেন। এবং নানা দেশের পণ্ডিতেরদের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছিলেন॥

এখনকার স্ত্রীগণের মধ্যে মুরশিদাবাদে রাণী ভবানী ছিলেন, তিনি বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপন স্বামির মরণের পর রাজ্যের সকল বিষয় কর্ম্মের হিসাব উত্তম রূপে আপনি দেখিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিতেন, ও ব্যবহারিক বিদ্যা সুন্দর জানিতেন। তিনি দানশীলা ও দয়াশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে আর২ যে স্ত্রী সকল আছেন, তাঁহারাও লেখা পড়াতে নিপুণ, এবং আপনর রাজ্যের ও অন্য২ বিষয়ের লেখা পড়া করিতেন। ইহাতে ঐ রাণী ভবানীর এমত সুখ্যাতি যে তাহাকে না জানে এমন লোক বাঙ্গালায় প্রায় নাই॥

আর রাঢীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ কন্যা হঠী বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন ছিলেন, তিনি বালক কালে আপনং গৃহকার্য্যের অবাকাশে পড়া শুনা করিয়া ক্রমেং এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দি-তেন। পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া গৌড় দে-শের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতেং তাঁহার সুখ্যাতি অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোক তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং তিনি সভায় আসিয়া সকল পণ্ডিতের সাহিত বিচার করিতেন।

এবং জেলা ফরিদপুরের কোটালি পাড় গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাক-রণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন॥

এবং কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন॥

আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা অর্থাৎ সেয়াখত বিদ্যা শিখিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পণ্ডিতা হই-য়াছিলেন ইহা সকলেই জানেন॥

তদা বাম ভুজং বীর কুম্ভোর্দ্ধং স্থাপ্যতে ময়া ।
যেন নাং শক্যতে নেতুং স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ।।
সত্যং সত্যমিদং সত্যং পত্রেস্মিল্লিখিতং ময়া ।
অন্যথা সুদৃঢ়ং কার্য্যং লঙ্ঘিতুং নহি শক্যতে ।।
এত দ্বিলিখ্য সা কন্যা তস্যা এব করে দদৌ ।

বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা তিনি ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিদ্যাবতী ছিলেন। এবং নানা দেশের পণ্ডিতেরদের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছিলেন ।।

এখনকার স্ত্রীগণের মধ্যে মুরশিদাবাদে রাণী ভবানী ছিলেন, তিনি বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপন স্বামির মরণের পর রাজ্যের সকল বিষয় কর্ম্মের হিসাব উত্তম রূপে আপনি দেখিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিতেন, ও ব্যবহারিক বিদ্যা সুন্দর জানিতেন। তিনি দানশীলা ও দয়াশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে আর২ যে স্ত্রী সকল আছেন, তাঁহারা ও লেখা পড়াতে নিপুণ, এবং আপনা২ রাজ্যের ও অন্য২ বিষয়ের লেখা পড়া করিতেন। ইহাতে ঐ রাণী ভবানীর এমত সুখ্যাতি যে তাহাকে না জানে এমন লোক বাঙ্গালায় প্রায় নাই ।।

আর রাঢীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ কন্যা হঠী বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন ছিলেন, তিনি বালক কালে আপন২ গৃহকার্য্যের অবাকাশে পড়া শুনা করিয়া ক্রমে২ এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া গৌড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে২ তাঁহার সুখ্যাতি অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোক তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং তিনি সভায় আসিয়া সকল পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন।

এবং জেলা ফরিদপুরের কোটালি পাড় গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন॥

এবং কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন॥

আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা অর্থাৎ সেয়াখত বিদ্যা শিখিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পণ্ডিতা হইয়াছিলেন ইহা সকলেই জানেন॥

মালতী মাধব নাটকে অতি স্পষ্ট লিখা আছে, যে মালতী পাঠশালায় থাকিয়া নানা বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন ॥

এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেকেই বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন। কেহ বা পুরুষের ন্যায় তাবৎ রাজকার্য্য করেণ ও সংস্কৃত বাক্য কহিয়া থাকেন। এপ্রকার অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাই নামে মহারাষ্ট্র দেশের কোন স্ত্রী যাহার অতিশয় সুখ্যাতি ও সৎ কীর্ত্তি কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থে এখন ও আছে; তিনি সকল রাজকার্য্য আপনি করিতেন, ও সংস্কৃত বাক্য কহিতেন ॥

এইক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে বিবি লোকের আনুকূল্যে কন্যারদের পাঠের নিমিত্তে যেং পাঠশালা হইয়াছে, তাহাতে যেং কন্যা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা কেহবা এক বৎসরে কেহবা দেড় বৎসরে লেখা পড়া সুন্দর মতে শিক্ষা করিয়াছে। এবং ভাষা পুস্তক যাহা তাহারা কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে, যাহা বালকেরা অনেক বৎসরে ও পারে না। ইহাতে অনুমান হয়,

যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যা অভ্যাস করে, তবে পুরু-ষাপেক্ষা অতিশীঘ্র বিদ্যাবতী হয়। অতএব তাহার-দিগকে যেমন ঘরের কার্য্যাদি শিক্ষা করাণ তেমন বালক কালে যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ বিদ্যাশিক্ষা করাণ উচিত হয়। যদি তাহারা এই অল্প কালের মধ্যে সকল বিদ্যা শিখিতে না পারে, তথাপি বর্ণ জ্ঞান থাকিলে অধিক বয়সেও আপন২ বাটীতে ঘরের কার্য্যের অবকাশে আগে যাহা শিখিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া বাড়াইতে পারে। এবং আপন২ কন্যা সন্তানদিগকে বিনা খরচে ও পাঠ-শালায় না পাঠাইয়া শিক্ষা করাইতে পারে। পরে ক্রমে২ এই ধারানুসারে সকল স্ত্রী লোকেরই ব্যবহারিক বিদ্যা হয়। এবং ব্যবহারিক বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীধন ও গৃহাদির আবশ্যক কর্ম্মে কোন ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতারণা করিতে পারে না। যে হেতুক নিজ আবশ্যক বিষয়ের হিসাব লিখি-য়া রাখিয়া সেই হিসাবে লোককে বুঝাইতে এবং আপনিও বুঝিতে পারে, আর মনোভিলষিত পত্রাদি আপন প্রিয়ের নিকট পাঠাইয়া নিজ বিষয় তাহাকে জানাইতে পারে, এবং স্ত্রীপুরুষের বিদ্যাবত্তা

থাকিলে পরস্পর কথাবার্ত্তা দ্বারা কি পর্য্যন্ত সুখো-দয় হয়, তাহা লিপি বাহুল্য॥

যদি তোমরা বল স্ত্রীলোকের পাঠ ব্যবহার সিদ্ধ নহে তাহার কারণ আমরা অনেক পুরাতন ও এখন কার স্ত্রী লোকের পাঠ বিষয়ের প্রমাণ দিয়া লিখি-য়াছি, তাহাতেই ব্যবহার সিদ্ধ কি না জ্ঞাত হইবা। যদি শাস্ত্রীয় দোষ কহিয়া স্ত্রী লোককে শিক্ষা না করাও সে ও অনুচিত, কারণ যদি কোন শাস্ত্রে নিষেধ থাকিত তবে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ও অত্রি মুনি ও পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রুপদ রাজা ও রুক্ম রাজা ও অনিরুদ্ধ ও বাণ রাজা ও কর্ণাট দেশের রাজা ও প্লক্ষদ্বীপাধি-পতি রাজা গুণাকর ও বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহ ও উদয়নাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয় ব্যক্তি সকল কদাচ শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া আপন২ কন্যা ও স্ত্রীদিগকে বিদ্যা অভ্যাস করাইতেন না। এবং স্ত্রী সকল ও পাঠ বিষয়ে অবশ্য নিবৃত্ত হইতেন॥

আর কোন বেদে ও স্মৃতিতে স্ত্রী লোককে বিদ্যা অভ্যাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই। যদি কোন শাস্ত্রে মানা থাকিত, তবে সংগ্রহ কর্ত্তারা নিষেধ

করিয়া শাস্ত্রে প্রকাশ রূপে বচন লিখিতেন, সুতরাং সেই মতে স্ত্রী লোককে পাঠ করাণ যাইত না। কিন্তু কেবল সাবিত্রী ও প্রণব স্ত্রী শূদ্রের পাঠ নিষেধ লিখিয়াছেন॥ যথা।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রোনাধীয়ীত ইত্যাদি ॥

ইহাতে ব্যবহারিক বিদ্যা শিখিতে কোন দোষ নাই। আর যদি ঐ বচন স্ত্রী লোকের পাঠ করিতে নিষেধক হয়, তবে শূদ্রের ও বিদ্যা অভ্যাস করা ও ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা ঐ যুক্তিতে অনুচিত হয়। বরং বচনের বিশেষপরতা প্রযুক্ত স্ত্রী লোকের পাঠ বিষয়ে বিধিই হয়॥ যথা।

যাদৃগ্জাতীয়স্য বিপ্রতিষেধো
বিধিরপি তাদৃগ্জাতীয়স্যেতি ॥

অর্থাৎ যে জাতীয়ের নিষেধ হয়, বিধি ও সেই জাতীয়ের প্রতি হয়। যেমন বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে মৎস্য খায় যে সে ব্যক্তি পতিত হয়, এই বচন আছে, কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব্বদিকে অনেকেই মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব স্ত্রী শূদ্রের

গায়ত্রী ও বেদপাঠ নিষেধ দ্বারা অন্য শাস্ত্র পড়িতে বিধি পাওয়া যায়॥

এবং নীতি শাস্ত্রেও লেখা আছে যে স্ত্রী লোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক॥ যথা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া
শিক্ষণীয়েতি যত্নত ইত্যাদি॥

ইহাতে স্ত্রী লোককে পাঠ করাণ অবশ্য কর্ত্তব্য হয়॥

যখন হিন্দু রাজার অধিকার ছিল, তখন সকলে নির্ভয় হইয়া সর্ব্বত্র গতায়াত করিত, তাহাতে বিদ্যার আলোচনা হইত, এবং পূর্ব্বের রাজা সকল রাজ্যে অভিষেকসময়ে আপন স্ত্রীর সঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন ইহাতে তাহারদের কোন দোষ বুদ্ধি ছিল না। এখনও মহারাষ্ট্র দ্রবিড় তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু কেবল গৌড়ে আর হিন্দুস্থানের কতক দেশে বহুকাল জবনাধিকার হওয়াতে এবং তাহারদের দৌরাত্ম্যের নিমিত্তে লোকসকল মহাশঙ্কিত হইয়া আপন২ পরিজনকে অতি সংগোপনে রাখিত। বিদ্যাতে কি সৌন্দর্য্যে কাহার ও নাম প্রকাশ

হইলে দুরাত্মা জবন তাহার উপর অত্যাচার করিত, এই ভয়ে আপন২ পরিজনের নাম যাহাতে অপ্রকাশ থাকে, তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা করিত। সেই ধারানুসারে অদ্যাপি সেই মত ব্যবহার চলিতেছে। কিন্তু সাহেব লোকের রাজত্ব হওয়া অবধি সে সকল দৌরাত্ম্য প্রায় নাই; তথাপি স্ত্রী লোকের সেই রূপ চলন অদ্যাপি আছে॥

এই ক্ষণে সকল লোকের উচিত যে আপন২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজ বাটীতে রাখিয়া তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ। এবং যাহারা নির্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান। যে হেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই॥ যথা।

বাল্যে শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কারঃ সুদৃঢ়ো ভবেৎ॥

এবং ঐ বচনানুসারে বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুন্দর সংস্কার হয়। কন্যারদিগের পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যেং আছে, তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বাল্যকালে কন্যাগণ পিত মাতার বশীভূত হইয়া তাঁহারদের আজ্ঞানুসারে চলিবেন।

এবং যৌবনাবস্থাতে পতিসেবা, ও পতির আজ্ঞানুসারে কার্য্য, এবং পতি শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, ও অতিথ্যাদি ভক্তি, ও পাকপটুতা, ও সন্তানের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন। এবং বৃদ্ধাবস্থাতে সন্তানের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া বিশেষ রূপে সৎ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেন।

স্ত্রীগণ স্বামি ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষের প্রতি কামভাবে দৃষ্টি, ও যাত্রোৎসবে গমন, এবং অন্য পুরুষের সহিত বাস, ও বিদেশে একাকিনী গমন, এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবেন না, এই সকল স্ত্রী লোকের দোষ হয়॥

আর গৃহব্যাপারে নিপুণা, এবং পতিপ্রিয়া, ও প্রিয়ভাষিণী, ও অপ্রগল্ভা, ও লজ্জাবতী, এবং পতিপরায়ণা, ও ধর্ম্মশীলা, ও পরমেশ্বরের নিত্য সেবাকারিণী যে স্ত্রী হয়, সে ইহকালে ও পরকালে অনন্ত সুখ ভাগিনী হয়॥

আর যে স্ত্রীর গুণোৎকীর্ত্তন স্বামী না করেন, এবং যাহাকে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়েন, সে স্ত্রীই নহে, স্বামিকর্ত্তৃক নিরন্তর নিষ্ঠুরবাক্য প্রাপ্তা হইয়া ও কোপ চক্ষুতে দৃষ্টা হইয়া ও অম্লান বদনে ও অক্রোধে

স্বামিসেবা যে করে, সেই স্ত্রী, ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয়॥

স্বামী নগরস্থ কিম্বা বনস্থ অথবা পবিত্র ও অপবিত্র অথবা ভাগ্যবন্ত কিম্বা নির্ধন কি গুণবান্ কি নির্গুণ কি অট্টালিকাস্থ কি কুটীরস্থ সুশ্রী কি কুরূপই বা হউন, স্ত্রী লোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারই আজ্ঞানুসারিণী হয়েন। সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীই ভূষণ, অন্যালঙ্কারের অপেক্ষা নাই, ইহা নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে। অতএব হে বালিকে সকল, তোমরা স্ব২ কার্য্যের অবকাশে বিদ্যানুশীলন করিয়া নীতিজ্ঞ হইলে বিদ্যাবত্তাতে ও নীতিজ্ঞানে স্বামিসেবার যে পরম সুখ তাহা অবশ্য জানিবা॥